১ম পারা ঃ সূরা - ১

সূচনা বা উদ্‌ঘাটিকা

(আল্‌-ফাতিহাহ্‌)

মক্কায় অবতীর্ণ

পরিচিতি

সূরা ফাতিহাহ্‌ বা উদঘাটিকা দিয়ে আল্‌-কুরআনের দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে। এর "বারবার পঠিত সাতটি আয়াত" (কুরআন ১৫:৮৭) নামাযের প্রতি রাকাতে দিনের মধ্যে বহুবার পঠিত হয়ে থাকে। একে আরো বলা হয় "উম্মুল কিতাব" বা কুরআনের সারবত্তা, কারণ কুরআনের সারগর্ভ বাণী এতে নিহিত রয়েছে।

আল-কুরআনের রচয়িতা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন যে তাঁর নাম 'আল্লাহ'। তারপর তাঁর পরিচিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন— তিনি সমুদয় বিশ্ব-জগতের 'রব্ব' বা সৃষ্টিকর্তা। এরপর বলেছেন যে তিনি 'রহমান' অর্থাৎ সেই সৃষ্ট-জগতের লালন-পালনের সমস্ত উপকরণ প্রদানকারী। তারপর বলেছেন তিনি 'রহীম' অর্থাৎ বিশ্ববাসীর প্রত্যেকের কর্মপ্রচেষ্টার ফলদাতা। সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন তিনি 'মালিক' বা প্রত্যেকের ভালমন্দ ক্রিয়াকলাপের সুবিচারক।

আল্লাহ নিজের এই পরিচয় দিয়ে নিজগুণে মানুষকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, মানুষ যেন কেবল তাঁরই আরাধনা করে এবং তাঁরই কাছে তার সব চাওয়া-পাওয়ার ও সাহায্য-সহায়তার জন্য হাত বাড়ায়। তার জীবনের চলার পথ যেন সহজ-সুগম হয়, পিচ্ছিল ভ্রান্ত পথ থেকে উদ্ধার করে তার প্রতি যেন আল্লাহ্‌ আশিস্‌ বর্ষণ করেন।

আল্লাহর কাছে আমি আশ্রয় চাইছি ভ্রষ্ট শয়তানের (প্ররোচনা) **থেকে** (যে জিন্‌ ও বেয়াড়া পশু এবং ধূর্ত মানুষের মানসিকতা নিয়ে আমাদের মধ্যে বিচরণ করে, এবং সমাজে পাপাচার ও অনাচার সৃষ্টি করে থাকে)।

আল্লাহর নাম নিয়ে (আরম্ভ করছি), (যিনি) **রহমান** (—পরম করুণাময়, যিনি অসীম করুণা ও দয়া বশতঃ বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্টির সহাবস্থানের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা অগ্রিম করে রেখেছেন), (যিনি) **রহীম** (—অফুরন্ত ফলদাতা, যাঁর অপার করুণা ও দয়ার ফলে প্রত্যেকের ক্ষুদ্রতম শুভ-প্রচেষ্টাও বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত ও পুরস্কৃত হয়ে থাকে)।

১ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, সমুদয় সৃষ্ট-জগতের রব্ব।

২ রহমান; রহীম।

৩ বিচারকালের মালিক।

৪ "তোমারই আমরা এবাদত করি, এবং তোমারই কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

৫ "আমাদের তুমি সহজ-সঠিক পথে পরিচালিত করো,—

৬ "তাদের পথে যাদের প্রতি তুমি নিয়ামত অর্পণ করেছ;

৭ "তাদের ব্যতীত যাদের প্রতি গযব এসেছে, এবং তাদেরও নয় যারা পথভ্রষ্ট।"

(হে প্রভো! আমাদের এ মোনাজাত তুমি কবুল করো!)